CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE
SEM-IV HONS - CC-10 : Global Politics:
TOPIC-II : Contemporary Global Issues - b. Proliferation of Nuclear Weapons
সমসাময়িক বিশ্বজনীন বিষয় - পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

সমসাময়িক বিশ্বজনীন বিষয় - পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার

ভূমিকা:

পারমাণবিক বিস্তার হ'ল পারমাণবিক অস্ত্র, অস্ত্র প্রয়োগযোগ্য পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং পারমাণবিক অস্ত্রের অপসারণ-সংক্রান্ত চুক্তি দ্বারা "পারমাণবিক অস্ত্র রাষ্ট্রসমূহ" হিসাবে স্বীকৃত নয় এমন দেশগুলিতে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, যা সাধারণত অ-সম্প্রসারণ চুক্তি বা এনপিটি নামে পরিচিত।

সুতরাং পারমাণবিক বিস্তারটি পারমাণবিক অস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র প্রযুক্তি বা যেসব দেশ ইতিমধ্যে তাদের দখলে নেই তাদের কাছে উপাদান ছড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এই শব্দটি সন্ত্রাসী সংগঠন বা অন্যান্য সশস্ত্র দল দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্য অধিগ্রহণ সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক অস্ত্রযুক্ত নাজি জার্মানি সম্ভাবনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা আরও তীব্র করতে পরিচালিত করেছিল। ম্যানহাটন প্রকল্প হিসাবে পরিচিত মার্কিন প্রোগ্রামটি ১৯৪5 সালের জুলাই মাসে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো রাজ্যে পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষার মাত্র তিন সপ্তাহ পরে জাপানের হিরোশিমাতে ইউরেনিয়াম ভিত্তিক পরমাণু বোমা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ; দ্বিতীয়, প্লুটোনিয়াম-ভিত্তিক বোমাটি তিন দিন পরে নাগাসাকির উপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র পারমাণবিক শক্তি থেকে রইল, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজাখস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোড-নামের ফার্স্ট লাইটিং নামে প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করেছিল।

ম্যানহাটন প্রকল্পের সাথে জড়িত জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পদার্থবিদ ক্লাউস ফুচকে পরবর্তীতে সোভিয়েত সরকারকে পারমাণবিক বোমার তত্ত্ব ও নকশার গোপন তথ্য দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

শীতলযুদ্ধের সময় এই দুটি দেশের তীব্র প্রতিযোগিতা তাদের আরও শক্তিশালী তাপবিদ্যুৎ বোমা (হাইড্রোজেন বোম, বা এইচ-বোম্ব নামেও পরিচিত) বিকাশ করতে এবং পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই প্রতিযোগিতার উচ্চতায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন একসাথে অনেক হাজার হাজার পারমাণবিক ওয়ারহেডের অধিকারী ছিল, যা বহুবার পৃথিবীর সমস্ত জীবনকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

পারমাণবিক বিস্তার বিস্তারের সম্ভাবনার সাথে লড়াই করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডুইট ডি আইজেনহোয়ার ১৯৫৩ সালে তার পরমাণু ফর পিস প্রোগ্রাম চালু করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগকারী দেশগুলিকে অ-সামরিক পরমাণু প্রযুক্তি সরবরাহ করেছিল।

১৯৫৩ সালে পরমাণু ফর পিস প্রোগ্রাম আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) গঠনের দিকে পরিচালিত করে, জাতিসংঘের একটি সংস্থা যারা পারমাণবিক প্রযুক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রচার করে। পারমাণবিক যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান হুমকির প্রতিক্রিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীন দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্রের অপসারণ বা পারমাণবিক অ-বিস্তার প্রসারণ চুক্তি (এনপিটি) সমাপ্ত হয় ১৯৬৮ সালে।

এই চুক্তিতে অন্যান্য দেশগুলিতে অ-সামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি উপলব্ধ করার জন্য এবং তাদের নিজস্ব পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিকে প্রয়োজন ছিল। বিনিময়ে, পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন রাষ্ট্রগুলি সামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি হস্তান্তর বা গ্রহণ না করার এবং আইএইএর বিধিবিধি জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

এনপিটি-র দুটি উদ্দেশ্য ছিল:

- **পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উন্নয়নকে বাধা না দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করা** এবং
- **বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ প্রচার করা।**

দুটি উদ্দেশ্য অর্জন করা কঠিন প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ মাঝে মাঝে নিরস্ত্র সামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি সামরিক ব্যবহারে পুনর্নির্দেশ করা যেতে পারে এবং পারমাণবিক অস্ত্র দখল আক্রমণটির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ সরবরাহ করেছিল, যা পারমাণবিক-সশস্ত্র রাষ্ট্রগুলি হাল ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিল।

ভারত (১৯৭৪), পাকিস্তান (১৯৯৮) এবং উত্তর কোরিয়া (২০০৬) হিসাবে উন্নয়নশীল দেশ দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্র অধিগ্রহণ নতুন চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলি যখন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারে, তবুও তাদের কাছে কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত ব্যবস্থা নেই যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশগুলিতে পারমাণবিক দুর্ঘটনা এবং সংঘাত বৃদ্ধির ঝুঁকিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে অনুরূপ উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল, যখন কিছু প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত পারমাণবিক অস্ত্রাগারের একটি অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। অনেক বিশেষজ্ঞ সতর্ক করেছিলেন যে এই দেশগুলি বা দুর্বল রাশিয়া উভয়ই তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের সুরক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারে না।

লিসবন প্রোটোকল (১৯৯২) এর অধীনে বেলারুশ, কাজাখস্তান, এবং ইউক্রেন, পাশাপাশি রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং সাবেক সোভিয়েতের মধ্যকার START (কৌশলগত অস্ত্র কমানোর কথাবার্তা) চুক্তির পক্ষ হয়ে উঠেছে প্রজাতন্ত্ররা রাশিয়া তাদের অঞ্চলগুলিতে সমস্ত কৌশলগত পারমাণবিক যুদ্ধক্ষেত্র ধ্বংস বা স্থানান্তর করতে সম্মত হয়েছিল।

এই উদাহরণগুলি দেখায় যে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি একটি পারমাণবিক বোমা বিকাশ করতে পারে, পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচী সাধারণত একটি জটিল এবং ব্যয়বহুল উদ্যোগ কিছু রাষ্ট্র যেমন লিবিয়া পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশের চেষ্টা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়; আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মতো অন্যরা তাদের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ছেড়ে দিয়েছে; এবং দক্ষিণ আফ্রিকার একটি রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তার পারমাণবিক অস্ত্র ভেঙে দিয়েছে এবং ১৯৯১ সালে একটি পারমাণবিক-অস্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে

এনপিটিতে যোগ দেয়। যেহেতু পারমাণবিক অস্ত্রের মূল মূল্য তাদের প্রতিরোধমূলক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে, তাই বলা হয়েছে যে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী তারা যে বিষয়টি করে তা গোপন করেননি।

একটি ব্যতিক্রম হ'ল ইস্রায়েল, যে ১৯৫০ এর দশকে ব্যাপকভাবে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করেছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। যে দেশটি এনপটি-তে স্বাক্ষর করে না, তারা "পারমাণবিক অস্পষ্টতা" নীতি বজায় রেখেছে, না তারা নিশ্চিত করে বা অস্বীকার করে না যে এটি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী।

কিছু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তাত্ত্বিকরা এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে পারমাণবিক বিস্তারটি অগত্যা পারমাণবিক সংঘাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। আমেরিকান পণ্ডিত কেনেথ ওয়াল্টজের মতে, উদাহরণস্বরূপ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি তৈরি করতে পারে, কারণ পারমাণবিক প্রতিশোধের হুমকির ফলে পরমাণু শক্তি একে অপরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যান্য পণ্ডিতরা অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে পারমাণবিক বিস্তার ইচ্ছাকৃতভাবে বা দুর্ঘটনাকবলিত হোক না কেন অনিবার্যভাবে একটি বিপর্যয়কর পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

উপসংহার - পারমাণবিক শক্তি জাতি বা সন্ত্রাসীদের মধ্যে থাকুক না কেন - এমন পরিমাণে পারমাণবিক সহিংসতার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় যা অসহনীয় হবে। এইরকম প্রসারণের ফলে পারমাণবিক অস্ত্র অযৌক্তিক মানুষের হাতে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তা হয় আত্মঘাতী বা বিশ্বের ভাগ্য নিয়ে কোনও উদ্বেগ না করে। সামরিক দল বা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অযৌক্তিক বা প্রকাশ্য মনস্তাত্ত্বিক নেতারা সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা হিসাবে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধকে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।